তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি সূচক যে কোন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার গড় মূল্যস্তরকে ব্যাখ্যা করা হয়। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৪১ শতাংশ। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। এ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় গড় মূল্যস্ফীতি ০.৭০ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে। মূলত সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সামষ্টিক অর্থনৈতিক দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করার ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.০৭ কোটি। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৫.৮০ কোটি (পুরুষ ৪.১২ কোটি এবং মহিলা ১.৬৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০ এর তুলনায় সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩-এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.১ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৬.৮৫ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৫.৫১ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১৪,৯৩১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে প্রেরিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৮২ শতাংশ কম। বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৭০ শতাংশেরও বেশি মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন, জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ, বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষর, বহির্গমন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, বিদেশে শ্রম উইং এর সংখ্যা বৃদ্ধি, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় ওয়েজ আনার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন ছাড়াও বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। উক্ত CPI ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey, 2005-06) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের তালিকা, গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রামীণ (Rural) মূল্যসূচক এবং নগর (Urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। গ্রামীণ মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৪২২টি পণ্য এবং নগর মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৩১৮টি পণ্য অর্ন্তভুক্ত। জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে নিরুপিত ভারিত গড় (Weighted average) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতিপয় উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক

থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ -এ ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১২২.৮৪ (১২.৩০)	১৩২.১৭ (৭.৬০)	১৪১.১৮ (৬.৮২)	১৫৬.৫৯ (১০.৯১)	১৭০.১৯ (৮.৬৯)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩০.৩০ (১৬.৭২)	১৪০.৬১ (৭.৯১)	১৪৯.৪০ (৬.২৫)	১৭০.৪৮ (১৪.১১)	১৮৩.৬৫ (৭.৭২)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১১৩.২৭ (৬.৩৫)	১২৭.৩৬ (৭.১৪)	১৩০.৬৬ (৭.৬৬)	১৩৮.৭৭ (৬.২১)	১৫২.৯৪ (১০.২১)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

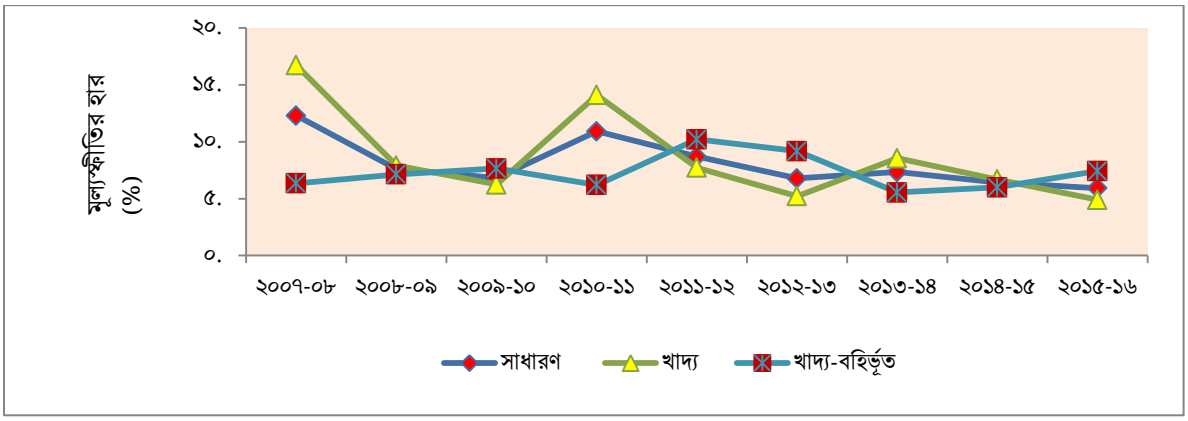

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৪১ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১২.৩০ শতাংশে পৌঁছায় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ৫.৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশ কম ছিল। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্যসূচকে শহর এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত অংশের পৃথক পৃথক ভার (Weight) ব্যবহার করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৪০ শতাংশ। বর্তমান সরকার মূল্যস্ফিতির চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য হল মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা অর্থাৎ গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এরই ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য চলতি বছরের জুলাই মাসের তুলনায় পরবর্তী ৯ মাসে বেশ কিছুটা নেমে আসে। মার্চ, ২০১৭-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৬ এর ৪.৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৬.৮৯ শতাংশে। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৩.১৮ শতাংশে যা জুলাই, ২০১৬-এ ছিল ৬.৯৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৫-১৬	জুলাই'১৬	আগস্ট'১৬	সেপ্টে.'১৬	অক্টো.'১৬	নভে.'১৬	ডিসে.'১৬	জানু.'১৭	ফেব্রু.'১৭	মার্চ'১৭	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ'১৭)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৯২	৫.৪০	৫.৩৭	৫.৫৩	৫.৫৭	৫.৩৮	৫.০৩	৫.১৫	৫.৩১	৫.৩৯	৫.৩৫
	খাদ্য	৪.৯০	৪.৩৫	৪.৩০	৫.১০	৫.৫৬	৫.৪১	৫.৩৮	৬.৫৩	৬.৮৪	৬.৮৯	৫.৬০
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.৪৩	৬.৯৮	৭.০০	৬.১৯	৫.৫৮	৫.৩৩	৪.৪৯	৩.১০	৩.০৭	৩.১৮	৪.৯৯
গ্রাম	সাধারণ	৫.২৬	৪.৫৪	৪.৪১	৪.৬৩	৪.৮৭	৪.৭৫	৪.৪৬	৪.৯২	৫.১৪	৫.১৯	৪.৭৭
	খাদ্য	৪.২০	৩.৫৯	৩.৪০	৪.২৭	৪.৮৯	৪.৮৩	৪.৭৮	৬.২৮	৬.৬৬	৬.৭২	৫.০৫
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.২২	৬.২৬	৬.২৮	৫.৩১	৪.৮৩	৪.৬০	৩.৮৮	২.৫২	২.৪৬	২.৪৯	৪.২৯
শহর	সাধারণ	৭.১১	৭.০০	৭.১৫	৭.২১	৬.৮৭	৬.৫৬	৬.০৭	৫.৫৭	৫.৬২	৫.৭৬	৬.৪২
	খাদ্য	৬.৫৫	৬.১১	৬.৩৯	৭.০৩	৭.০৯	৬.৭৪	৬.৭৪	৭.১১	৭.২২	৭.২৮	৬.৮৬
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.৭২	৭.৯৮	৭.৯৯	৭.৪২	৬.৬৩	৬.৩৫	৫.৩৫	৩.৯১	৩.৯১	৪.১৪	৫.৯৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মজুরি হার সূচক

১৯৭৪ সাল হতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে আসছে। ইতোমধ্যেই ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সারণি ৩.৩- এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১০-১১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
২০১১-১২	১০৬.২৪	১০৫.৯৬	১০৬.৯২	১০৬.২৩	৬.২৪	৫.৯৬	৬.৯২	৬.২৩
২০১২-১৩	১১২.৬২	১১২.০৮	১১৩.৪৩	১১৩.৬৩	৬.০১	৫.৭৮	৬.০৮	৬.৯৬
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি থেকে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি হতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত সূচক প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় ৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এ সূচক সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫২ শতাংশে যেখানে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৯৪ শতাংশে। খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের মজুরি সূচক বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৪১, ৬.১৬ এবং ৭.৮৬ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ "Labour Force Survey – 2013" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.০৭ কোটি। এ শ্রমশক্তির ৫.৮০ কোটি (পুরুষ ৪.১২ কোটি এবং মহিলা ১.৬৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক সংখ্যক

শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৫.১০ শতাংশ) । উল্লেখ্য, "Labour Force Survey- 2010" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে মোট ৫.৬৭ কোটি শ্রমশক্তির ৫.৪১ কোটি (পুরুষ ৩.৭৯ কোটি এবং মহিলা ১.৬২ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৪৭.৩০ শতাংশ)। এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার ২.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী ৪০.৬২ শতাংশ (কৃষিতে ২৫.৫২ শতাংশ ও অকৃষিতে ১৫.১০ শতাংশ) শ্রমশক্তি আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪০.৬৭ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ০.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমেছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩ অনুযায়ী দিনমজুর ও বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার যথাক্রমে ১৫.৫০ শতাংশ ও ১৮.২৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ১৯.৫৯ শতাংশ ও ২১.৮১ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে নিয়মিত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীর হার ৫.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০ ও ২০১৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪ :শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩
কৃষি, বনজ ও মৎস	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ ও ২০১৩।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

'রুপকল্প -২০২১' এর আলোকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় সহায়তাকরণ, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, Sustainable Development Goals (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পুনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ বা পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

- গার্মেন্টস সেক্টরের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন;
- তৈরি পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সোসাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি নামক আরও একটি কমিটি গঠন;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২৩টি টিমের মাধ্যমে (ঢাকায় ২০টি এবং চট্রগ্রামে ৩টি) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন

গোয়েন্দা সংস্থা, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সার্বিক তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

- তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ১৭টি, চট্রগামে ৯টি, গাজীপুরে ১৩টি, এবং নারায়ণগঞ্জে ১০টিসহ সর্বমোট ৪৯টি পরিদর্শন টীম গঠন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ২,৪০০ গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করায় শ্রম আদালতে ৫৮৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক- ভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত, শ্রমিকের চাকুরির শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ৯০টি ।
- শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৩৯,৭২৮ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৭,৬০৭ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থ বছরে সর্বমোট ৭০,০০১ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করণ।
- ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তৈরি পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO এর অর্থায়নে ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ২,৭৮৩টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ৬টি সহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া মোট ৮২৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় আরও ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে;
- সরকার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বাস্তবমুখি কার্যক্রম, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অর্থায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স এবং ডিপ্লোমা কোর্সের কারিকুলাম যুগপোযোগীকরণ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ল্যাবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, এ্যাসেসর তৈরি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি এবং শিক্ষানবিশী'র মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সেক্টর ভিত্তিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠনসহ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের

জন্য একটি নতুন National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF) ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। সারা দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে NTVQF চালু করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এনএসডিসি সচিবালয়ের নির্দেশনায় বিটিইবি বিভিন্ন প্রস্তুতমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের ৩য় সভায় "এ্যাকশন প্ল্যান" এবং "ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রমোশন অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন টিভিইটি ইন বাংলাদেশ" অনুমোদন করা হয়েছে।

- কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম-রাজশাহী-খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ' গঠন এবং এ কাউন্সিলকে সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে।

- জুলাই, ২০১৪ - ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ২,১০৭.৯৩ কোটি টাকা (১ম সংশোধিত) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৯৩ জনকে প্রশিক্ষণের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৮৭ হাজার ৮৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করে সনদ পেয়েছেন এবং ৫৭ হাজার ৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে চাকুরী প্রদান করা হয়েছে।

(গ) শিশু শ্রম নিরসন

শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুমোদিত এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংকান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের জন্য রাজস্ব খাত হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- আইএলও কনভেনশন ১৮২ অনুসমর্থনের ধারাবহিকতায় শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের অন্তরায় এমন ৩৮টি কাজের তালিকা চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন/কারিগরি প্রশিক্ষণ ও অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধমে বাংলাদেশ থেকে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের জন্য 'Urban Informal Economy' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- দেশে ৩০টি সেবা কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সমাজকল্যাণ এবং বিনোদন সুবিধা প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে;

- ৩২৬.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী 'নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের অবহেলিত ৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম,নীলফামারী এবং গাইবান্ধা) মোট ১০,৮০০ জন দরিদ্র মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন,কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান,

নারী-বান্ধব কর্ম পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঙ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা ও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ৩৭টি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। অবশিষ্ট ৫টি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো, ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫' গঠন করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি ১,৬৬২ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে ৫,৩০০ টাকায় উন্নীতকরণ এবং এতে শ্রমিকদের গড় মজুরি পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- 'ন্যাশনাল অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি পলিসি-২০১৩' জারি করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের 'জাতীয় শ্রমিক নীতি ২০১২' অনুমোদন করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের চাকুরির অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ আইন, ২০০৬ সংশোধন ও যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ ' জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ এবং এ ফান্ডে বর্তমানে ৭০ কোটি টাকা আদায়কৃত ও তা শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে । এ ছাড়া এ তহবিলের অর্থ থেকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৪০৫ জন শ্রমিককে গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাড়া, তেজগাঁও, টঙ্গীতে একটি করে ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য ১টি প্রকল্প গ্রহণ; এছাড়া পোশাক শিল্পে নিয়াজিত শ্রমিকের নিরাপত্তা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ডরমিটরী নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য চট্রগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ২,০০০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" নামে গৃহকর্মীদের জন্য একটি নীতি অনুমোদন করা হয়েছে।
- শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ও শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনবল রপ্তানি এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনবল রপ্তানির পরিমাণ ছিল **৬.৮৫** লাখ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনবল রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে জ্বালানী তেলের মূল্য নিম্ন পর্যায়ে থাকাসহ নানা কারণে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের অন্তপ্রবাহ নিম্নগামী থাকায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৬.৮২ ভাগ কমে ৯১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২-এ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			জিডিপি'র শতকরা হার
		কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	
২০০৬-০৭	৮৩৩	৪১২৯৮.৫৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৭.৫
২০০৭-০৮	৮৭৫	৫৪২৯৫.১৪	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৮.৬
২০০৮-০৯	৪৭৫	৬৬৬৭৫.৫১	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৯.৫
২০০৯-১০	৪২৭	৭৬০১৩.৯১	১০৯৮৭.৪	১৩.৪০	৯.৫
২০১০-১১	৪৩৯	৮৩০০৪.৬২	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৯.১
২০১১-১২	৬৯১	১০১৮৮২.৭৮	১২৮৪৩.৪	১০.২৪	৯.৬
২০১২-১৩	৪৪১	১১৫৬৪৬.১৬	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	৯.৬
২০১৩-১৪	৪০৯	১১০৫৮২.৩৭	১৪২২৮.৩	-১.৬১	৮.২
২০১৪-১৫	৪৬১	১১৮৯৯৩.১০	১৫৩১৬.৯১	৭.৭০	৭.৯
২০১৫-১৬	৬৮৫	১১৬৯০৯.৭৩	১৪৯৩১.০০	-২.৫২	৬.৮
২০১৬-১৭*	৫৫১**	৭২১৭৬.৯০	৯১৯৪.৫১	-	-

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** * মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত, ** ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.২ঃ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

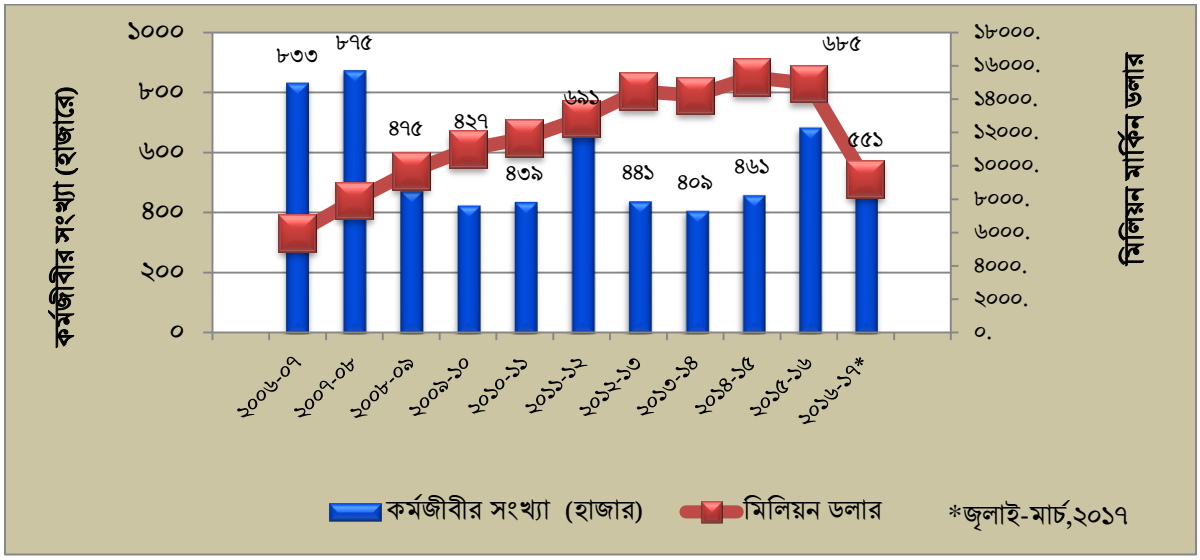

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির ধারা বৃদ্ধি পেলেও রেমিটেন্স প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় তা ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পায়। অধিকন্তু, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে রেমিটেন্স প্রবাহ ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিটেন্স জিডিপি ও রপ্তানি'র শতকরা হারে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রেমিটেন্স জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে হ্রাস পায়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭.৫১ শতাংশ ও ৪৯.০৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ

জিডিপি'র প্রায় ৬.৭৬ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪৩.৫৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩ -এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
জিডিপির শতকরা হার	৭.৫১	৮.৬৪	৯.৪৪	৯.৫২	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৬	৬.৭৬
রপ্তানির শতকরা হার	৪৯.০৯	৫৬.০৯	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২	৫২.৯২	৫৩.৫২	৪৭.১৫	৪৯.৭৮	৪৩.৫৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতরা হারে রেমিটেন্স

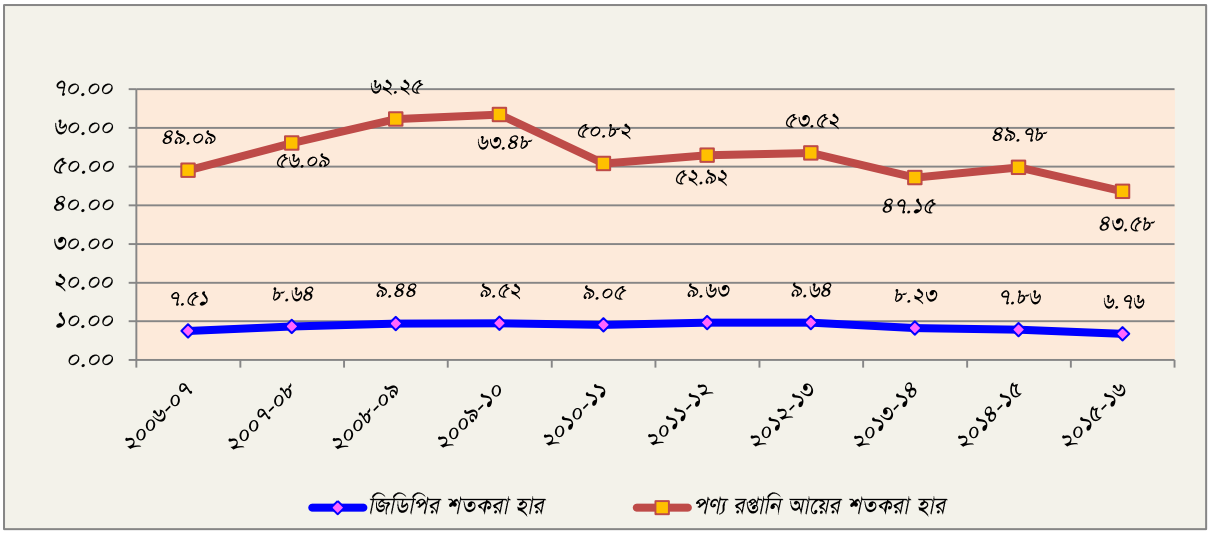

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৫৩ শতাংশ। সারণি ৩.৭ -এ শ্রেণি ভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার তুলনামূলকভাবে কমেছে।

সারণি ৩.৭ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৩৮	১৮৩৬৭৩	৪৮২৯২২	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৯২৩৬৪	১৩২৮২৫	৪৪৮০০২	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৮৬২৬	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩১৪২৯৬	৭৫৭৭৩১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২০০৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ০.০৮ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬১ শতাংশে। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার যথাক্রমে ১৭

পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ও ৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে। একইভাবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫৮ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশ এবং আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশে।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

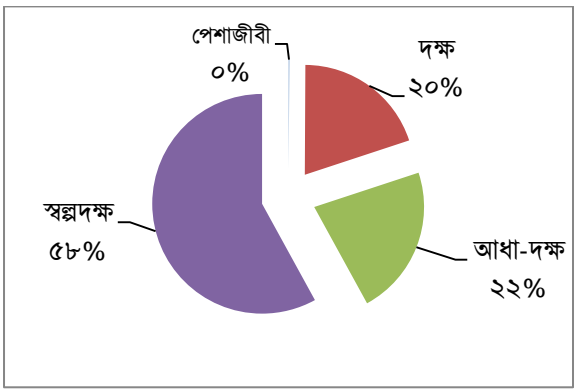

লেখচিত্র ৩.৪ (খ): ২০১৬ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

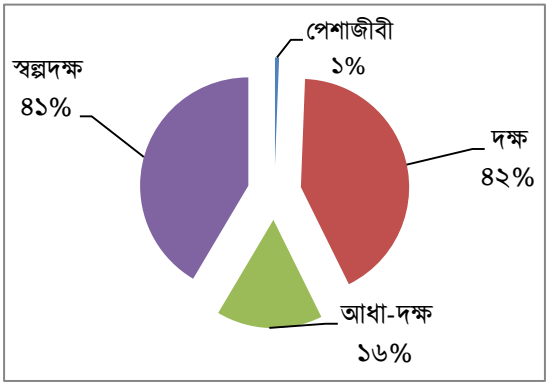

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং বিদ্যমান ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬ সালে ৪৮টি ট্রেডে প্রায় ৫.৬৮ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আরও ৫০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই ওমান, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গড়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৭ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	১৫১৩০	৩৫৪১	৪৯৪	৩৩২৯২	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৫৮১	২৫৫৪৮	৮৪৪৪	৬৮২	৩৪১৬২	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	১১৬৭২	১৩৯৪১	১৬৯১	৫২৮৩৭	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	১২০৮৫	১৭২০৮	২২৩৫	৪৪৩১২	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩০	২৯	২৮২৭৩৪	১৩৯২৮	১৩৫২৬০	৭৪২	৪৮৬৬৬	১৩১৬৮	১৯১৬৬	৪৩৮৭	৩৪৯৫২	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২	২১৫৪৫২	২১৭৭৭	১৭০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	২৮৮০১	১৪৮৬৪	১১৭২৬	৬১৮৩৬	৬০৫৪৭৭
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫৫	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৫৭৫৮৪	১৫০৯৮	২১৩৮৩	৬৫১৯৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪০০১	৪২৫৫৪৭
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১৩২	৫৫৫৯০১
২০১৬	**১৪৩৯১৩**	**৩৯১৮৮**	**৮১৩১**	**৭২১৬৭**	**১৮৮২৪৭**	**৪০১২৬**	**৫৪৭৩০**	**১২০৩৮২**	**১৫০৯৫**	**২৩০১৭**	**৫২৭৩৫**	**৭৫৭৭৩১**

উৎসঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৭ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে এবং এ হার ২০১৬ -তে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ শতাংশে। পক্ষান্তরে, ২০০৭ সালে ওমানে প্রায় ২ শতাংশ কর্মী গমন করে এবং এ হার ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। ২০০৭ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে জনশক্তি রপ্তানি প্রায় ২৭ গুণ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে অন্যান্য দেশসমূহে মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে যেখানে ৪ শতাংশ, সেখানে ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০০৭ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

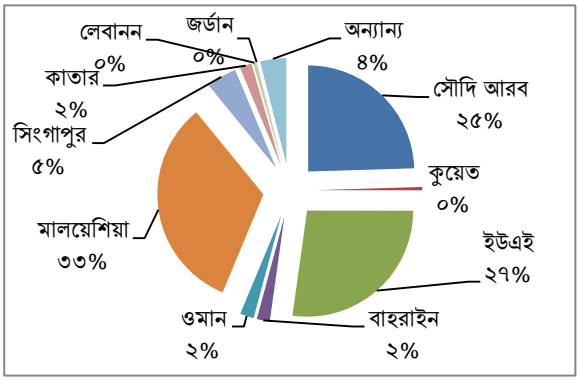

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) ঃ ২০১৬ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

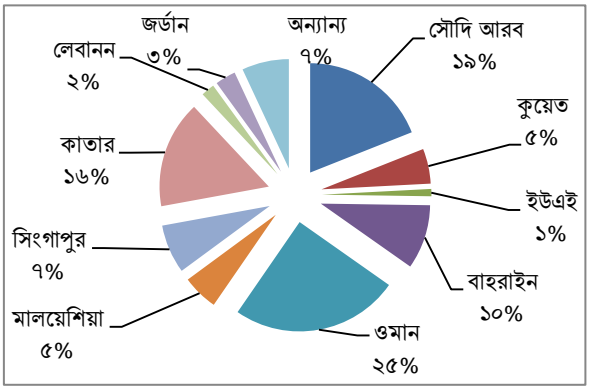

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। সারণি ৩.৯-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং লেখচিত্র ৩.৬ -এ একই সময়ে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭	৮০৪.৮	২৩৩.২	১৯৬.৫	৬৮০.৭	৮০.০	৯৩০.৩	৮৮৬.৯	১১.৮	৮০.২	৩৩৯.৩	৫৯৭৮.৫
২০০৭-০৮	২৩২৪.২	১১৩৫.১	২৮৯.৮	২২০.৬	৮৬৩.৭	১৩৮.২	১৩৮০.১	৮৯৬.১	৯২.৪	১৩০.১	৪৪৪.৩	৭৯১৪.৮
২০০৮-০৯	২৮৫৯.১	১৭৫৪.৯	৩৪৩.৪	২৯০.১	৯৭০.৮	১৫৭.৫	১৫৭৫.২	৭৮৯.৭	২৮২.২	১৬৫.১	৫০১.৪	৯৬৮৯.৩
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৪৫১.৯	৩৬০.১	৩৪৯.১	১০১৯.২	১৬.৫	১৮৯০.৩	৮২৭.৫	৫৮৭.১	১৯৩.৫	৮৬৫.২	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৫.৯	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	৩৩৫.৩	৪০০.৯	১১৯০.১	২৯৮.৫	১৪৯৮.৫	৯৮৭.৫	৮৪৭.৫	৩১১.৫	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	২৮৬.৯	৬১০.১	১১৮৬.৯	৩৬১.৭	১৮৫৯.৮	৯৯১.৬	৯৯৭.৪	৪৯৮.৮	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	১১০৬.৯	৪৫৯.৪	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	৩১০.২	৯১৫.৩	১০৭৭.৮	৫৫৪.৩	২৩৮০.২	৮১২.৩	১৩৮১.৫	৪৪৩.৪	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	৪৩৫.৬	৯০৯.৭	১০৪০.০	৪৯০.০	২৪২৪.৩	৮৬৩.৩	১৩৩৭.১	৩৮৭.২	১৩৭৬.৫	১৪৯৩১.০
২০১৫-১৬	১৯৭৬.৮	১৭৬০.০	২৬১.৯	৫৯২.৯	৬৭৮.৫	৩৩৪.৫	১৬৩৯.৫	৫৪৮.৮	৮৪৯.৩	২৪৮.৩	৮৮৩.৪	৯৭৭৪.১
২০১৬-১৭	১৪৭৮.৪	১৩২৮.৭	৩৫৯.৭	৫৬৮.২	৬৬৪.৩	২৫৫.৬	১০৬১.১	৪৭২.০	৭৪৪.৫	২০৪.৬	৯৭৫.৪	৮১১২.৫

উৎসঃ * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক): ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হার

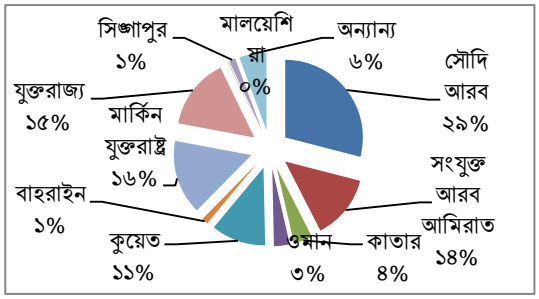

লেখচিত্র ৩.৬ (খ): ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হার

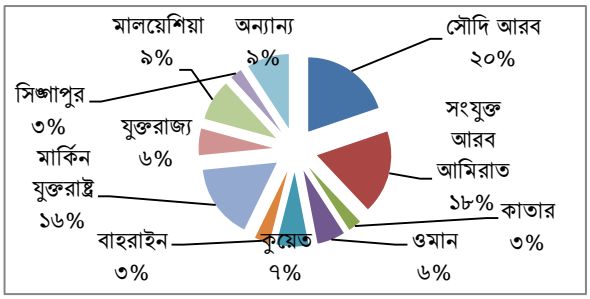

মোট রেমিটেন্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় ১৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। একই সময়ে মালয়েশিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ অপরিবর্তিত রয়েছে এবং কাতার, কুয়েত ও যুক্তরাজ্য থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি এ রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) শ্রম বাজার সম্প্রসারণ

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও বিশাল শ্রমবাজার। বর্তমানে এ অঞ্চলে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে শ্রমশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বেশ কিছুটা সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ও ব্রাজিলসহ মোট ৫০টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পন্নসহ সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়ার সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। সম্প্রতি সৌদি সরকার বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় গৃহকর্মীর পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পুরুষ কর্মীও সৌদি আরবে গমন করছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যেই একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে হংকং,জাপান, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলাসহ মোট ৬৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখ্য জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে বোয়েসলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অধিকন্তু, শ্রমবাজার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ১২টি শ্রম উইং সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

(খ) জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

- হংকং, সিংগাপুরসহ, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া সহ অন্যান্য দেশে জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে অথবা তা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বিনা খরচে জর্ডানে গৃহকর্মী পাঠানোর পাশাপাশি গার্মেন্টস খাতে ন্যূনতম ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
- জি টু জি চুক্তির ভিত্তিতে স্বল্প খরচে বিএমইটি এবং বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নারী কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন

প্রবাসী কলাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে এটি বিদেশ গমনেচ্ছু ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে উক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে অধিকতর উৎসাহিত করার প্রয়াসে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ৪,৪৪৯ জন বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে ৫১.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ) অভিবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত কল্যাণ শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহণ ও দাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত কারণে কোন ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃতের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্য মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইন্স্যুরেন্স ও বকেয়া বেতনের অর্থ আদায়, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকা পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন, বিমান বন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদানের মত বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে চিকিৎসা সহায়তা বাবত সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা প্রদান, অভিবাসী কর্মীর সন্তানদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, তাঁদের সন্তানদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ০.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনাসহ নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণে বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসের পাশাপাশি ২৯টি শ্রম উইং কাজ করছে। এ শ্রম উইংগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(ঙ) ডিজিটাইশেনের মাধ্যমে বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজে নিবন্ধন করা হচ্ছে। বর্তমান ডাটাবেইজে প্রায় ২১ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মাট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমান বন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। এছাড়া, ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রি-ডিপারচার ও ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

(চ) অভিবাসী ব্যয় নিয়ন্ত্রনে নতুন আইন প্রণয়ন

অভিবাসী ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যেই "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৬" অনুমোদন করা হয়েছে।

(ছ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- গ্রাহকের নিকট রেমিট্যান্স সরাসরি পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমানে ১,১২৮টি ড্রয়িং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে এবং সেগুলো রেমিট্যান্স আহরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
- বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি/ ক্যাশ ডিপোজিট ২৫,০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের এনআরটি হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি ৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে আরো নতুন নতুন ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপিত হবে যা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের

মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত যা বাজারে Monopoly সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যার ভিত্তিতে বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের ২৯টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে (ইউকে, ইউএসএ, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, গ্রীস, ইতালী, কানাডা, ওমান ও মালদ্বীপ) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় একটি ব্যাংকের মালিকানায় এক্সচেঞ্জ হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি Micro Finance Institutions (MFIs) এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসসমূহকে ও 'সিঙ্গার বাংলাদেশ' - এর আউটলেটগুলোকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত তাদের শাখাসমূহের মাধ্যমে দ্রুত রেমিট্যান্স বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সিঙ্গার বাংলাদেশ এর বিক্রয় আউটলেটসমূহের মাধ্যমেও রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ শুরু করা হয়েছে।
- রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশী ২৪টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ Mobile Operator দের মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৮টি ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।
- রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ২ কার্যদিবস পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনিবাসী/প্রবাসী বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারদের জন্য সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশী)/CIP (Non Resident Bangladeshi) এবং বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশী বা এদেশীয় উপকারভোগী কর্তৃক রেমিট্যান্স বিষয়ক কোন অভিযোগ থাকলে তা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানোর জন্য 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রবাসীদের বিনিয়োগে তিনটি এনআরবি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।